সমস্বর©

৭৮ তম সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ, ২০২০

এনবিআর চেয়ারম্যানের সাথে তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

তামাকজাত পণ্যের উপর সুনির্দিষ্ট করারোপের আহ্বান

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মুখপত্র

অন্যান্য পাতায় আছে.....

কভিড-১৯: ধূমপায়ীদের আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি!

তামাক কোম্পানির আগ্রাসী প্রভাব জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্তরায়

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে গবেষণার অনুরোধ

সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতির পক্ষে অর্থনীতিবিদরা

তামাক টেকসই উন্নয়নে অন্তরায়: তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠান বক্তারা

বিএটিকে দেওয়া 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রত্যাহারের দাবি

রাজশাহীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে তামাকপণ্য বিক্রি বন্ধে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকজাত দ্রব্য নিষিদ্ধে সড়ক অঙ্কণ ও সাইন বোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে 'তামাক' বাতিলের দাবী

প্রবন্ধ

মুজিববর্ষে ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে সকল প্রকার তামাকের কর বৃদ্ধি জরুরি

তামাক চাষের লাভের ক্ষতি

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union — International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — Health solutions for the poor

মূদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লি:
ফোন: ০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

সম্পাদকীয়

তামাকপণ্যের সুনির্দিষ্ট কর করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণে সহায়ক

করোনা দুর্যোগ বিশ্বব্যাপী যে স্থবিরতা নিয়ে এসেছে নি:সন্দেহে তার বড় প্রভাব পড়বে বিশ্ব অর্থনীতিতে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয় বরং, উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের উৎপাদন ও কর্মমূখী সেক্টরগুলো বন্ধ থাকায় অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষ হয়ে শুরু যাচ্ছে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট কার্যক্রম। আসন্ন বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের করোনার অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের বিষয়টি ভাবতে হবে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সরকার কিছু পণ্যেও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কর আরোপ করে থাকে। তামাক এর মধ্যে অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিধ্বংসী তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইন বাস্তবায়ন, সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সকল প্রকার তামাকের উপর উচ্চহারে কর আরোপের দাবী দীর্ঘদিনের। তামাক বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে কম-বেশি প্রত্যেক অর্থবছরে কর বাড়ানো হয়। কিন্তু, সেটা দীর্ঘমেয়াদে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নয় বরং, লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে যায়। এখনো পৃথিবীর অন্যতম সস্তামূল্যের তামাক পণ্যের বাজার বাংলাদেশ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশে তামাক পণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ্যাডভ্যালুরাম (Ad valorem) পদ্ধতি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। কারণ, এ্যাডভ্যালুরাম (Ad valorem) পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের ফলে অর্জিত করের একটি অংশ তামাক কোম্পানি পায় । প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয় সরকার। এছাড়াও করের পরিমান নির্ধারন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে করারোপ ও এর প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। জটিল স্তরভিত্তিক ও এ্যাডভ্যালুরাম পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ২ স্তরের কর ব্যবস্থা এবং সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর (Specific Tax) আরোপ করা প্রয়োজন। এতে সরকার তামাক থেকে অর্জিত করের সর্ম্পূণ অংশই পাবে। যা করোনার আর্থিক ক্ষতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি সকল জর্দ্দা, গুল ও বিড়ি কোম্পানিগুলোকে সরকারের নিবন্ধনের আওতায় আনা প্রয়োজন। বিড়ি, জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতাসহ অন্যান্য তামাক পণ্যের ষ্টান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যবস্থা প্রবর্তনও জরুরী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধূমপান/তামাক সেবন নিরৎসাহিত করছে কারণ, ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি! ইতোমধ্যে চীন, ইতালি, ফ্রান্সে COVID-19 সংক্রমণে মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ধূমপায়ী ছিলো বলে গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে।

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৩ কোটি ৭৮ লাখ (৩৫.৩%) মানুষ কোন না কোন তামাক ব্যবহার করে। ১ কোটি ৯২ লাখ মানুষ বা ১৮% জনগোষ্ঠী ধূমপান করে। সুতরাং, চলমান করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দেশের কয়েক কোটি মানুষ উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা জরুরী।

তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপে এ সমাধান মিলবে। এর মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে। এ অর্থ করোনা ভাইরাস সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যয় করা যেতে পারে।

এনবিআর চেয়ারম্যানের সাথে তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ২২ জানুয়ারি ২০২০ বিকেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম এর সাথে তার কার্যালয়ে স্বাক্ষাৎ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান এবং উক্ত বিভাগের সিনিয়র সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিমকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ।

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে প্রতিনিধিদলের পক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে সুনির্দিষ্ট করারোপ এবং ৪ স্তরের স্ল্যাব প্রথা বিলোপ করে ২ স্তর করা, অস্বাস্থ্যকর খাবারের উপর কর ও সারচার্জ আরোপ, পরিবেশ সুরক্ষায় প্ল্যাষ্টিকের উপর উচ্চহারে করারোপের দাবী জানানো হয়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশ এর হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, এইড ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর সাগুফতা সুলতানা, ন্যাশনাল এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার।

তামাক কোম্পানির আগ্রাসী প্রভাব জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্তরায়

-আলোচনা সভায় বক্তারা

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ব্যহত করতে বাংলাদেশে তামাক কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন থেকে নানা কৌশলে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিক্যাল ৫.৩ তে তামাক কোম্পানির প্রভাব থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নীতিসমুহ সুরক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু, সেগুলোর প্রতিপালনের অভাবে তামাক কোম্পানিগুলো জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে।

১২ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র সভাকক্ষে "তামাক কোম্পানির আগ্রাসী প্রভাব জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অন্তরায়" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ কামালউদ্দিন সভায় সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর পরিচালক গাউস পিয়ারী, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, এইড ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

মুহম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের উদ্যোগসমূহ বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। সরকারও আন্তরিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণকে এগিয়ে নিতে গ্রহণ করছে নানা ধরনের পদক্ষেপ। তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল, প্রভাব প্রভাব প্রতিহত করা জরুরী।

ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে অনেক কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আমাদেরও অনেক কাজ করে যেতে হবে। যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সাথে এর ক্ষয়-ক্ষতি তুলে ধরে গবেষণা ও সমাধানে উত্তোরণের উপায় রেব করতে হবে। তাহলেই ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে।

তারিকুল ইসলাম পলাশ বলেন, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকারকে এখনই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তামাক চাষে জমির ক্ষতি মাপার কোন ব্যারোমিটার না থাকায় কৃষকরা এ বিষয়ে তেমন সচেতন নয়। আবার তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চেগুয়েভারা'র মত খ্যাতীমান ব্যক্তিদেরকে ব্যবসায়ীক স্বার্থে ব্যবহার করছে। এটি একজন শিল্পী কিংবা কিংবদন্তীর সন্মানহানির সমতুল্য।

গাউস পিয়ারী বলেন, এ যাবৎকালীন তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণের সকল নীতিতেই প্রভাব বিস্তার করেছে। তামাক কোম্পানির এসকল কার্যক্রম প্রতিহতে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোকে বিপরীত পন্থা বের করতে হবে।

হামিদুল ইসলাম বলেন, তামাকের উপর কর বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষ তামাক সেবন থেকে বঞ্চিত হবে। এতে নূন্যতম তামাক সেবনও সে করতে পারবে না, এধরনের মন্তব্য নীতি নির্ধারকদের কাছে আশা করি না। এর পরিবর্তন না হলে প্রধানমন্ত্রীর 'তামকমুক্ত বাংলাদেশ' স্বপ্নেই রয়ে যাবে।

রিয়াজুল ইসলাম পিন্টু বলেন, তামাক ক্ষতিকর বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। পরও তামাককে অর্থকরী ফসলের তালিকায় রেখে নতুন আইন প্রণয়ন সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইন ও মহামান্য হাইকোর্টের রায় অবমাননার সামিল। যা সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটকে গবেষণা পরিচালনার অনুরোধ

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর একটি প্রতিনিধিদল ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ সকালে তোপখানা রোডের আনসারী ভবনে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ এবং গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. মো. নুরুল আমিন এর সাথে পৃথকভাবে সরাসরি স্বাক্ষাৎ করে।

তামাকের কারণে একদিকে স্বাস্থ্য ক্ষতি অন্যদিকে, অর্থনৈতিকভাবে দেশ চরম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অসুস্থ্যদের চিকিৎসায় প্রতিবছর স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে বিপুল পরিমান অর্থ। জোটের প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়।

বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা, স্বাস্থ্যক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়ে প্রকৃত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তামাকের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। জোটের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক বিষয়গুলোর উপর গবেষণা পরিচালনা করে সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীলকরণে পদক্ষেপ গ্রহণেরও অনুরোধ জানানো হয়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমান, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, প্রকল্প কর্মকর্তা আদিবা কারিন, এইড ফাউন্ডেশনের এডভোকেসী অফিসার আবু নাসের অনীক, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল-টিসিআরসি'র গবেষণা সহকারী মো. মহিউদ্দিন প্রমূখ।

ডাব্লিউএইচও প্রতিনিধির সাথে তামাক কর বিষয়ক সভা

আসন্ন বাজেটে তামাক কর সম্পর্কিত আলোচনা সভা ৪ মার্চ সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে তার সংসদীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে কর্মরত টেকনিক্যাল অফিসার (স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক নীতি) ডা: রবার্তো ইগলেসিয়াস, প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র সভাপতি সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, সংসদ সদস্য মেজর রানা, সংসদ সদস্য এড. নুরুল ইসলাম, সংসদ সদস্য ডা: জাকিয়া নূর উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ৯ মার্চ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র আয়োজনে বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে তোপখানাস্থ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সভাকক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতির পক্ষে অর্থনীতিবিদরা

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় দেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি প্রয়োজন বলে অভিমত জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তামাক কর নীতিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকরা এ অভিমত প্রকাশ করেন।

সভায় ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র ফোকাল পার্সন **ড. রুমানা হক** বলেন, 'চার স্তরের তামাক কর ব্যবস্থা থাকায় সিগারেট কোম্পানিগুলো নানাভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতিমালা না থাকার কারণে সাধারণ মানুষ ধূমপান না ছেড়ে একটি ব্র্যান্ড থেকে আরেকটি ব্র্যান্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে। একই সঙ্গে তামাক পণ্যের স্বল্প মূল্যের কারণে অল্প বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে দেশে সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি প্রণয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিগারেট ও বিড়ির ওপর সুনির্দিষ্ট কর নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি ধোঁয়াহীন তামাক পণ্যের ওপর উচ্চহারে করারোপ করতে হবে। একইসঙ্গে অখ্যাত নানা তামাক কোম্পানিকে চিহ্নিত করে তাদের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে।'

ঢাবি'র অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক **সাহাদত হোসেন সিদ্দিকী** বলেন, সরকারের যদি লক্ষ্য থাকে দেশকে তামাকমুক্ত করবে, তাহলে অবশ্যই তামাক কোম্পানি থেকে সরকারি মালিকানা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। এটা নিশ্চিত না হলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। একইসঙ্গে তামাকমুক্ত দেশ বাস্তবায়নে এখনই উচ্চ কর নীতি এবং সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট তামাক কর প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন ঢাবি'র অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম।

সভায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ তামাক কর বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

তামাকের কর বৃদ্ধিতে সংসদীয় কমিটির সাথে স্বাক্ষাৎ

তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ০৫ মার্চ, ২০২০ সকাল ১১টায় জাতীয় সংসদ ভবনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব আ স ম ফিরোজ (এমপি) এর সাথে স্বাক্ষাৎ করেন। স্বাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার তামাকের মূল্য ও সুনির্দিষ্ট করারোপের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কালের কণ্ঠের সিনিয়র সাংবাদিক নিখিল চন্দ্র ভদ্র, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, মিডিয়া এডভোকেসী অফিসার সৈয়দ সাইফুল আলম, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

একই দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণে মূল্য ও কর বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে। জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কমিটির সভাপতি এইচ এন আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সদস্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, আ স ম ফিরোজ, হাফিজ আহমদ মজুমদার, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, দীপংকর তালুকদার, পনির উদ্দিন আহমেদ এবং মোকাব্বির খান বৈঠকে অংশ নেন। বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ ২০২০) সংসদ সচিবালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

নারী দিবসে তামাকের উপর সুনিদিষ্ট করারোপের দাবী
-এইড, প্রত্যাশা ও জোটের অবস্থান কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তামাকের ব্যবহার কমাতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে গ্রহণ করছে নানা পদক্ষেপ। আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি ক্ষতিকর তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে করারোপ ও এর প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও

কল্যাণ মহিলা সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রত্যাশা'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন 'কল্যাণ' মহিলা সংস্থার সভাপতি মেহেরুন্নেসা নিতু, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি সৈয়দা অনন্যা রহমান, বাঁচতে শিখ নারী'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম প্রমূখ।

একই দিন (৮ মার্চ, ২০২০) সকালে এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে মিরপুর রোডের শ্যামলী ফুটওভারব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় এইড ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সাগুফতা সুলতানা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল হিল্লোল, টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা সাবিনা ইয়াসমীন, নাটাব এর ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইমলাম, শাহিনুর রহমান, কানিজ ফাতেমা রুশী এবং গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তামাক সেবন নারী স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বাংলাদেশে মোট ৩৫.৩% লোক তামাক ব্যবহার করে। পুরুষদের (৪৬.০%) তুলনায় নারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার (২৫.২%) কম হলেও নারীরা মারাত্মকভাবে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ফুসফুস ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যার পাশাপাশি সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকে। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের হার নারীদের মধ্যে বেশী (২৪.৮%)। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন খাদ্যনালী, মুখ ও অগ্নাশয়ের ক্যান্সার, রক্তচাপ ও হৃদকম্পন বৃদ্ধির মতো জটিল ও মারাত্মক রোগের কারণ।

কর্মসূচিতে নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকের উপর কর বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ:

- ধোয়াঁবিহীন ও ধোয়াযুক্ত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর (Ad valorem) পদ্ধতির পাশপাশি সুনিদিষ্ট কর (Specific Tax) আরোপ করা হোক;
- বিড়ি, জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা প্রভৃতি পণ্যগুলোকে ষ্টান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হোক;
- সকল জর্দ্দা, গুল ও বিড়ি কোম্পানিগুলোকে সরকারের নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসা হোক;
- জটিল অধিক স্তরভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে সহজ ও শক্তিশালী তামাক কর ব্যবস্থা প্রচলন করা হোক;
- তামাকজাত পন্য বিক্রেতাদের বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্সিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা হোক;
- সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% এর পরিবর্তে ২% হারে সারচার্জ আরোপ করা হোক;

তামাক টেকসই উন্নয়নে অন্তরায়
তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা

ধূমপান বা তামাক ব্যবহারের কারণে হৃদরোগ বা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রতিবছর ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। এছাড়া অসংক্রামক রোগ ধূমপায়ী বা তামাক ব্যবহারকারীদের মৃত্যুর কারণ বা সারাজীবনের সঙ্গী হয়, যা পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মুখে ফেলে এবং দেশের অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজধানীর লেকশোর হোটেলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ এ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস (বিসিসিপি), বাংলাদেশ টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ নেটওয়ার্ক (বিটিসিআরএন) এবং জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের জেএইচএসপিএইচ) ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল, ইউএসএ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও বিটিসআরএনের উপদেষ্টা জাতীয় অধ্যাপক ড. ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালেক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

দিনব্যাপী সম্মেলনে ৯টি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে গবেষণা করেছেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, বাকি চার বিষয়ে গবেষণা করেছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার গবেষকগণ।

সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা ফলাফলের মধ্যে- বাংলাদেশে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধকরণ এবং নীতি বাস্তবায়নে বাধাসমূহ; বহুতল আবাসন প্রকল্পে ধূমপানবিহীন আবাসন নীতি; তামাক পণ্যের ব্র্যান্ডিং কৌশল ও তরুণদের ওপর এর প্রভাব; বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির বিপণন কৌশল পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ; পাবলিক প্লেস ও গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ এবং এ সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি; এবং বাংলাদেশে নতুন প্রচার মাধ্যমে তামাক সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর এর প্রভাব অন্যতম। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচিত ১০টি গবেষণার ফলাফল পোস্টার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সম্মেলনে **ডা. আবুল কালাম আজাদ** বলেন, বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারীদের সংখ্যা সন্তোষজনক অবস্থায় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের ধূমপায়ী এবং তামাকজাতীয় দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারে করনীয় বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে **জাতীয় অধ্যাপক ড. আবদুল মালেক** বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো অত্যন্ত ধূর্ত। তারা তামাক বা তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে নানা কৌশল নিয়ে থাকে। উঠতি বয়সীরা যাতে তামাকে আসক্ত না জয় এ ব্যাপারে তিনি অভিভাবকদের আরও সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. সানিয়া তাহমিনা, বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিম লিডার (আইভিডি) ড. রাজেন্দ্র বোহরা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল-ইউএসএ এর পরিচালক ড. জোয়ানা কোহেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিসিপি'র পরিচালক (প্রোগ্রাম) ডা. জিনাত সুলতানা।

বিটিসিআরএনের সভাপতি ড. নওজিয়া ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) রিনা পারভীন।

বিএটিকে দেওয়া 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রত্যাহারের দাবি

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮' এর তালিকা থেকে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোকে (বিএটিবি) বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহ।

তামাক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নেতিবাচক বিধায়, প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলসহ সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংগঠন

শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৬/১৫ মার্চ ২০২০

নং ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.২৩.০২৯.১৮.৩৮০—জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩ অনুযায়ী বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত ৬ ক্যাটাগরির ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮ প্রদানের জন্য নির্বাচিত করেছে :

(১) বৃহৎ শিল্প

ক্রঃ নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	অবস্থান
১.	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬	১ম
২.	ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ দেওয়ান ইদ্রিস রোড, বড় রাঙ্গামাটিয়া, জিরাবো, সাভার, ঢাকা-১৩৪০	২য়
৩.	এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ বাড়ুইপাড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৫	৩য় (যৌথ)
৪.	অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আমিনকোর্ট (৭ম তলা), ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	৩য় (যৌথ)

তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। অথচ, তামাক কোম্পানিকে এ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করছে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। তামাক কোম্পানিকে এ ধরনের পুরস্কার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের ব্যবসাকে উৎসাহিত করা। তামাক ব্যবসাকে উৎসাহিত করে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জন সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৮' সংশোধন করে তামাক কোম্পানির নাম তালিকা থেকে প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এর একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে একটি মৃত্যুবিপণনকারী প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির নামে পুরস্কার দেওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে প্রতিদিন ৩৪৫ জন মানুষ তামাক ব্যবহারের কারণে মারা যান। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সুতরাং, তামাক কোম্পানিকে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র এই মৃত্যুবিপণনকে উৎসাহিত করতে পারে না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, তামাক জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর পণ্য। তাই তামাকের ক্ষতি থেকে বিশ্ববাসীকে সুরক্ষার জন্য ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফটিসিটি) প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ এই এফসিটিস'র প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। বাংলাদেশে ২০১৭-১৮ সালে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। যা তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের চাইতে ৮ হাজার কোটি টাকা কম। এছাড়াও তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।

একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার দাবী

বাংলা একাডেমির একুশের বইমেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিন নানা বয়সী শিশু, নারী-পুরুষ এবং অধূমপায়ী জনগনের ব্যাপক সমাগম ঘটে। জনসমাগমস্থল হিসাবে যে কোন মেলা প্রাঙ্গন ধূমপানমুক্ত স্থানের অর্ন্তগত। শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নয় বইমেলার নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এ স্থানটি শতভাগ ধূমপানমুক্ত হওয়া জরুরী। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিকেলে বইমেলা প্রাঙ্গণ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাশে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন থেকে এই দাবী জানানো হয়।

প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম খলিল উল্লাহ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, ট্যোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, তামাকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি থেকে জনসাধারণকে রক্ষায় সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাস্তবায়নে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। বিগত কয়েক বছরে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি মেলার নিরাপত্তা বিধানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং বাংলা একাডেমীর সমন্বিত উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গনে লাইটার এবং সিগারেট নিয়ে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। এবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন অত্যন্ত প্রসংশনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

একজন ধূমপায়ীর ধোঁয়া শুধু নিজের নয় আশেপাশের অবস্থানকারীদেরও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। জনকল্যাণে রাষ্ট্রীয় আইন যেখানে জনসমাগম স্থান হিসাবে মেলাপ্রাঙ্গন ধূমপানমুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছে সেখানে শুধুমাত্র কিছু মানুষ এর অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে অব্যহত রাখবার জন্য বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষর আগামী বছর থেকে মেলার মূল প্রাঙ্গণের বাইরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে 'স্মোকিং জোন' রাখার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দু:খজনক!

বইমেলা থেকে বই কিনে মানুষ নিজেদের জ্ঞানার্জনের পথ প্রসারিত করে। দেশী বিদেশী অনেক পর্যটকের পাশাপাশি কোমলমতি শিশুরা পিতামাতার সাথে মেলা প্রাঙ্গনে এসে শুধু বই সংগ্রহ করে না, মেলার সুষ্টু ও সুন্দর

পরিবেশও তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এধরনের একটি জনসমাগমস্থলে ধূমপানের স্থান কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বইমেলা প্রাঙ্গনে ধূমপানের স্থান রাখা হলে পক্ষান্তরে জনগনকে ধূমপানে আরো উৎসাহী করে তোলা হবে। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নিয়মাবলী মেনেই প্রকাশক এবং অন্যান্যরা মেলায় অংশগ্রহণ করে। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রতিবছর বইমেলা প্রাঙ্গন ধূমপানমুক্ত ঘোষনার পাশাপাশি দৃষ্টিগোচর একাধিক স্থানে নো-স্মোকিং সাইন স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

তামাকের বিজ্ঞাপন পর্যবেক্ষণে মোবাইল এ্যাপস্ প্রশিক্ষণ

এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে "Training on Digital Survey Apps to Monitor TAPs Ban" শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এইড কমপ্লেক্স, ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এইড ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ। এসময় এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সাগুফতা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন স্বাবলম্বি-নড়াইল এর পরিচালক কাজী আনিসুজ্জামান, স্বপ্নিল ফাউন্ডেশন-মাগুরা এর নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল হালিম, পদ্মা-ঝিনাইদহ এর নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমানসহ এইড ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও উল্লেখিত জেলার স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন।

সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী আব্দুল গনি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন চৌধুরীর সাথে এইড ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সাভার পৌরসভায় সাক্ষাৎ করেন। এসময় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আলোচনা করা হয়। মেয়র গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সাভার পৌরসভার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান উচ্ছেদ ও সকল প্রকার তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধের আশ্বাস প্রদান করেন।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি কর্তৃক পরিচালিত রাজশাহী মহানগরীতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা শীর্ষক জরিপের তথ্য প্রকাশ ও মতবিনিময় সভা ১০ ফেব্রুয়ার্রি ২০২০ তারিখে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক। এছাড়াও এসিডি'র নির্বাহী পরিচালক সালিমা সারওয়ার, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আতাউর রহমান মাসুদ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি কর্তৃক পরিচালিত রংপুর মহানগরীতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের অবস্থা শীর্ষক বেসলাইন জরিপের তথ্য গত ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশ করেন রংপুরের জেলা প্রশাসক।

"ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা মহানগর জেলা দায়রা জজ আদালত, সি.এম.এম কোর্ট ও ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে "ধূমপানমুক্ত সাইনেজ" স্থাপন করা হয়।"

রাজশাহীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে তামাকপণ্য বিক্রি বন্ধে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকপণ্য বিক্রয়/সেবন নিষিদ্ধের নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক মো. হামিদুল হক। ১৪ জানুয়ারি ২০২০ চারঘাট উপজেলার শলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শলুয়া উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকপণ্য বিক্রি ও সেবন বন্ধে প্রচারণা চালান তিনি। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তিনি।

জেলা প্রশাসকের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। দেশের সকল জেলা প্রশাসক এমন উদ্যোগ নিলে তামাক নামক বিষের ভয়াল থাবা থেকে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম রক্ষা পাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন অনেক অভিভাবক।

জেলা প্রশাসক **মো. হামিদুল হক** বলেন, 'আমরা প্রাথমিকভাবে জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে যে দোকান রয়েছে সেসকল দোকানীদেরকে শুধু তামাকপণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করছি। নির্দেশনা অমান্য করলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা **মুহাম্মদ নাজমুল হক** বলেন, 'তামাক হলো নেশায় আকৃষ্ট হওয়ার প্রথম ধাপ। এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে তামাকপণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

রাজশাহীতে জেলা প্রশাসনের সাথে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজে সহযোগিতা করে আসছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি।

খুলনা জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

খুলনা জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা ০৯ মার্চ ২০২০ বিকেলে খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইউসুফ আলী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এসময় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও জোটের সদস্য সংগঠনসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়;

- বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে সামনে রেখে প্রাথমিকভাবে নগরীর ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের দোকান না রাখা;
- তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা বন্ধে লিফলেট, ফেস্টুন ও মাইকিং করা;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;
- খুলনা জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ করার জন্য উদ্যোগ, ইত্যাদি।

শেরপুরে তামাক বিরোধী মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি নাটাব এর আয়োজনে শেরপুরে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২২ জানুয়ারি ২০২০ শেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তুলশীমালা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নমিতা দে।

সভায় বক্তব্য রাখেন শেরপুর পৌরসভার সচিব বজলুল করিম বাপ্পি, শেরপুর চেম্বার অব কামার্সের সহ-সভাপতি প্রকাশ দত্ত, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) জামালপুর জেলার তানভির আহম্মেদ হিরা, শেরপুর জেলার সভাপতি হারুন অর রশিদ দুদু, সাধারণ সম্পাদক আছাদুজ্জামান মুরাদ, সাংবাদিক ইমরান হাসান রাব্বী প্রমূখ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকজাত দ্রব্য নিষিদ্ধে সড়ক অঙ্কণ ও সাইন বোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

১২ মার্চ ২০২০ এইড ফাউন্ডেশর ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উদ্যোগে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক জাত দ্রব্য বিক্রয়, ব্যবহার ও প্রচারণা নিষিদ্ধ' কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সড়ক চিত্র অঙ্কণ ধূমপানমুক্ত সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুশান্ত কুমার দে। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোন তামাকজাত দ্রব্যের দোকান থাকবে না, নির্দেশনা অমান্য করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এসময় অন্যান্যেও মধ্যে এইড ফাউন্ডেশন ও ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, স্থানীয় সংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র সহায়তায় নলছিটি সরকারী ডিগ্রী কলেজের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, সেবন নিষিদ্ধ ঘোষণা ও সাইন স্থাপন করেন কলেজের প্রিন্সিপাল মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র পরিচালক (প্রোগ্রাম) খন্দকার রিয়াজ হোসেন, ডেপুটি ডিরেক্টর সায়মা সায়েদ প্রমুখ উপস্থিতি ছিলেন।

নাটাবের **উদ্যোগে জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আশেপাশে** তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধের ব্যনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

কিশোরগঞ্জ॥ কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে রিপন, বুলবুল, আবুল হোসেন ও রফিক নামে চার সিগারেট বিক্রেতাকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার দায়ে রাজু আহমেদ নামে একজনকে ৩০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও কিছু দোকান থেকে তামাকের বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। ২ জানুয়ারি দুপুরে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদলে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গেইট এবং রেলস্টেশন এলাকায় এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাফছা নাদিয়া ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ), ২০০৫ বাস্তবায়নে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাফছা নাদিয়া।

বরিশাল॥ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের দায়ে বরিশালে ১০ জন ব্যক্তিকে ২ হাজার টাকা অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

৭ জানুয়ারি বিকালে নগরীর শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কম্পাউন্ডে এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা। এসময় বরিশাল সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ জলিল উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ১৫ জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: মলিহা খানম এর

নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহরের গোল পুকুর পাড় ও ছোট বাজার এলাকায় পাঁচটি সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন অপসারণ ও ধ্বংস করা হয়। তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে ৪টি দোকানের মালিককে ৭০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

উক্ত মোবাইল কোর্টে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মো. মাহবুব হোসেন, পেশকার মো. হাসিম উদ্দিন, নাটাবের ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম প্রমূখ।

সিরাজগঞ্জ॥ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সিরাজগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি ২০২০ বিকেলে সিরাজগঞ্জ রোডে অবস্থিত 'জেটিআই' এর ডিপোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (স্থানীয় সরকার শাখা) ইসরাত জাহান। তামাক নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘণ করায় অভিযানকালে 'জাপান টোব্যাকো কোম্পানিকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এসময় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন সামগ্রী (টি-শার্ট, ক্যালেন্ডার, লিফলেট, স্টিকার, রেইনকোর্ট) জব্দ করা হয়। অভিযান চালাকালে উল্লাপাড়া উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানাসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে সিরাজগঞ্জ রোড এলাকার পাঁচজন তামাক বিক্রেতাকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আলাদা একটি ভ্রাম্যমাণ আদালত। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার জিন্নাতুল আরা উক্ত অভিযান পরিচালনা ও জরিমানা করেন।

কুড়িগ্রাম॥ তামাক নিয়ন্ত্রন আইন অমান্যে কুড়িগ্রামে জাপান টোব্যাকো কোম্পানিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তামাক পণ্যের বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন সামগ্রী জব্দ করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি

সন্ধ্যায় কুড়িগ্রাম শহরের নাজিরপাড়া এলাকায় অবস্থিত 'জেটিআই' এর ডিপোতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার অভিজিত চৌধুরী। অভিযান চালাকালে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জহুরুল ইসলামসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট **অভিজিত চৌধুরী** বলেন, 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অমান্য করায় 'জেটিআই' কোম্পানিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করে সাবধান করা হয়েছে।' ভবিষ্যতে এ আইন লঙ্ঘন করলে বর্তমান জরিমানার দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে।

রাজশাহী॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজশাহী নগরীর তালাইমারী এলাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের ডিপোতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা সামগ্রী মজুদ রাখার দায়ে অভিযানকালে কোম্পানির স্থানীয় ম্যানেজার মো. মিজানুর রহমানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এছাড়া কোম্পানিটির তামাকপণ্য বহনকারী ভ্যান থেকে বিজ্ঞাপন সামগ্রী জব্দ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার কৌশিক আহম্মেদ। অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্টের (এসিডি) তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাবৃন্দ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় তথ্যগত সহায়তা প্রদান করেন। অভিযান চলাকালে রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. শামসুজ্জামান, এসিডি'র অ্যাডভোকেসি অফিসার মো. শরিফুল ইসলাম শামীম, প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণা রাণী বিশ্বাস, আনোয়ার হোসেন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়েরকৃত মামলার রায়: দুই জর্দা কোম্পানিকে জেল-জরিমানা

নীলফামারীতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনে দায়েরকৃত মামলার রায়ে দুই জর্দা কোম্পানির মালিকের প্রত্যেককে ৫০ হাজার করেমোট এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানার টাকা পরিশোধ না করলে ১ মাস ১০ দিনের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন আদালত।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০২০ সকালে নীলফামারীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১ ও ২ এবং আমলি আদালত-১ (সদর) এর বিচারক মো. জাহিদ হাসান এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় তামাক কোম্পানির প্রতিনিধরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন- নীলফামারী সদরের সুখধন গ্রামের মৃত লাল মাহমুদের ছেলে মো. ময়নুল ইসলাম ও দারোয়ানী টেক্সটাইল গ্রামের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে মিজানুর রহমান।

মামলার এজহার সূত্রে জানা গেছে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ (সংশোধিত আইন-২০১৩) এর ১০ (১) ও (৩) ধারা লঙ্ঘণ করে 'ময়নুল ক্যামিকো কোং' জর্দা ফ্যাক্টরি ও 'মোজাহারুল ক্যামিক্যাল কোং' বিভিন্ন ব্রান্ডের জর্দা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করে আসছিলেন।

বিষয়টি নজরে আসায় গত ২০১৯ সালের ১০ জুলাই নীলফামারী সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. আল আমিন রহমান বাদি হয়ে দুই জর্দা কোম্পানির মালিকের বিরুদ্ধে নীলফামারী চিফ জুডিশিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। বাদির পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন নীলফামারীর অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. আজিজুল ইসলাম প্রামাণিক। মামলা পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত উন্নয়ন ও মানবাধীকার সংস্থা 'এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এসিডি।' *তথ্যসূত্র: বিটিসি নিউজ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০*

তামাক পণ্যের মোড়কে বিএসটিআই লোগো অবৈধ

পরিবেশ, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি বিবেচনায় তামাকজাত দ্রব্য বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তারপরও কিছু তামাক কোম্পানি অবৈধভাবে বিএসটিআই এর লোগো ব্যবহার করছে যা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ এ লঙ্ঘণ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রেক্ষিতে সকলকে আইন মেনে চলতে ১৪ জানুয়ারি ২০২০ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিএসটিআই। দৈনিক যুগান্তরসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন- বিএসটিআই।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন হতে ধারাবাহিকভাবে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চসেল-টিসিআরসি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ বিভিন্ন সংগঠন বিএসটিআই মহাপরিচালকের সাথে স্বাক্ষাৎ করেন এবং চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেন। সেই সাথে অবৈধভাবে লোগো ব্যবহার করছে এমন সব পণ্যের তালিকাও প্রেরণ করা হয়।

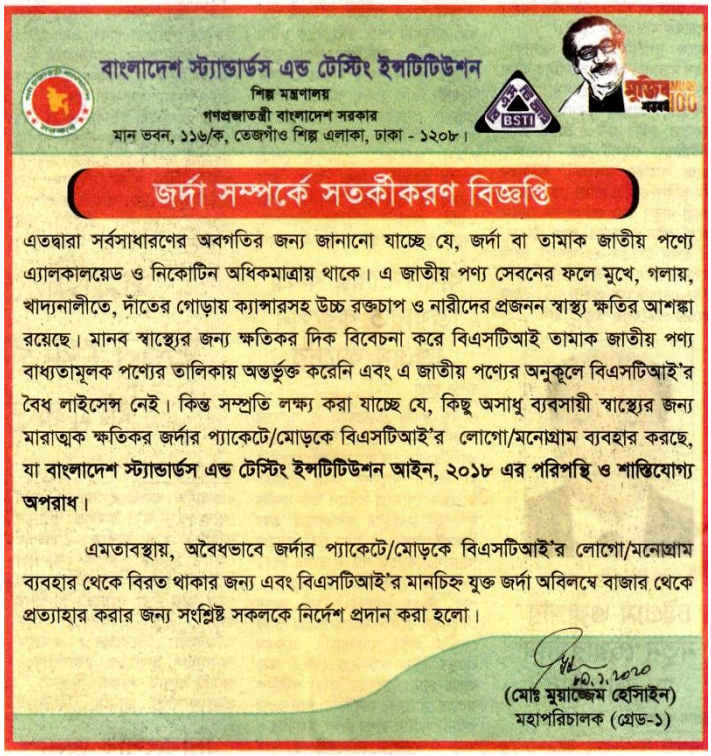

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮।

জর্দা সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জর্দা বা তামাক জাতীয় পণ্যে এ্যালকালয়েড ও নিকোটিন অধিকমাত্রায় থাকে। এ জাতীয় পণ্য সেবনের ফলে মুখে, গলায়, খাদ্যনালীতে, দাঁতের গোড়ায় ক্যান্সারসহ উচ্চ রক্তচাপ ও নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে বিএসটিআই তামাক জাতীয় পণ্য বাধ্যতামূলক পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং এ জাতীয় পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই'র বৈধ লাইসেন্স নেই। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর জর্দার প্যাকেটে/মোড়কে বিএসটিআই'র লোগো/মনোগ্রাম ব্যবহার করছে, **যা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন, ২০১৮ এর পরিপন্থি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

এমতাবস্থায়, অবৈধভাবে জর্দার প্যাকেটে/মোড়কে বিএসটিআই'র লোগো/মনোগ্রাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য এবং বিএসটিআই'র মানচিহ্ন যুক্ত জর্দা অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১৩.১.২০২০
(মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিএসটিআই কর্তৃপক্ষকে তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেইসাথে বাজার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘণকারী ব্যক্তি ও কোম্পানির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

তামাক ছেড়ে ফুল চাষে ঝুঁকছেন চকরিয়ার কৃষকরা

কক্সবাজারের চকরিয়ায় একসময় তামাক চাষ বেশি ছিল। তামাকের জমিতেই অল্প আকারে বিভিন্ন জাতের ফুল চাষ হতো। তবে পরিমাণে কম ছিলো সেটির

পরিধি। কিন্তু, দিন দিন চাষিরা তামাক ছেড়ে ফুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। চাষিরা জানিয়েছেন, ফুল চাষ তামাকের চেয়ে লাভজনক।

চকরিয়া উপজেলা কৃষি অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চকরিয়ার বরইলী ইউনিয়নে তামাকের পরিবর্তে চলতি বছর ৭৬ হেক্টর জমিতে গোলাপ, ২৮ হেক্টরে গ্লাডিওলাস এবং আরও ১৬ হেক্টরসহ মোট ১২০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের চাষ করছেন পাঁচ শতাধিক চাষি।

চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের **মোহাম্মদ নাসির** এক সময় তামাকের চাষ করতেন। এখন তিনি গোলাপ চাষ করছেন। তিনি বলেন, 'আগে আমি তামাক চাষ করতাম। এখন গোলাপ চাষ করছি। লাভজনক হওয়ায় গোলাপ চাষই ভালো। তামাকে ৬মাস লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। গোলাপের চারা একবার লাগালে ৩-৪ বছর গাছের ফুল বিক্রি করা যায়।'

ফুল চাষি **ফজলুল কবির** বলেন, 'তামাকের কারণে পরিবেশের ক্ষতি যেমন হয় তেমনি মানুষ অসুস্থও হয়ে পড়ে। তাছাড়া তামাক চুল্লিতে বনের কাঠ পোড়ানো হয়। ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের, ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ও।' একই জমিতে গোলাপ ও তামাক চাষ হচ্ছে অনেক চাষি জানিয়েছেন, তামাক কোম্পানিগুলো কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলেও নানা কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গ্রেডিং পদ্ধতির কারণে তামাকের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে গেলে তারা তামাক কেনে না। ফলে তামাক চাষের জন্য নেওয়া ঋণের ফাঁদে পড়ে গ্রামছাড়া হয়েছেন অনেক তামাক চাষি। তাই বিকল্প হিসেবে তারা ফুল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন তারা।

তামাক চাষি **জসিম উদ্দিন** বলেন, 'কোম্পানির পক্ষ থেকে যতগুলো তামাক কেনার কথা ছিল তা নাকি শেষ হয়ে গেছে। এতে আমরা লোকসানে পড়েছি। অবিক্রিত তামাক নদীতে ফেলে দিতে হয়েছে। এছাড়া ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে না পেরে অনেকে দেশান্তরি হয়েছেন।' আগে শুধু তামাক চাষ হতো, এখনও ফুলও চাষ হচ্ছে জানিয়ে চাষি **মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন** বলেন, 'আগে অনেক তামাক চাষ করতাম। প্রায় ৪-৫ একরে তামাক চাষ করতাম, এখন কমিয়ে ফেলছি। চাষের খরচ আর আয়ে অনেক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এখন বিকল্প হিসেবে গোলাপ চাষকেই বেছে নিয়েছি।'

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন- ইপসা'র প্রধান নিবার্হী **আরিফুর রহমান** বলেন, 'ইপসা তামাক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল তামাক চাষিকে আমরা উদ্বুদ্ধ করবো যাতে করে তারা তামাকের বিকল্প ফসলগুলো চাষ করে।'

গোলাপের চাষ হচ্ছে জমিতে তবে আইন অমান্য করে চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীর তীর ঘেঁষে এখনও চলছে তামাক চাষ। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে তামাক চাষিদের পরিসংখ্যান নিয়ে রয়েছে বেশ লুকোচুরি। কিছু কিছু জমিতে তামাকের বিকল্প ফসল চাষ হলেও থামছে না তামাকের অগ্রাসন। চাষিরা আটকে যাচ্ছেন তামাক কোম্পানিগুলোর বিপণন কৌশল ও নগদ প্রলোভনে।

এ ব্যাপারে কক্সবাজার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক **আবুল কাশেম** বলেন, 'কক্সবাজারের যে অঞ্চলগুলোয় বর্তমানে ফুলের চাষ হচ্ছে সেখানেই কিন্তু তামাকের জমি ছিল। কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি তারা যেন তামাকের বদলে লাভজনক ফুল কিংবা সবজি চাষ করেন। এতে আয়ও হবে, পরিবেশও বাঁচানো যাবে। তামাকের চুল্লি থেকে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতির বিষয়টি চাষিরা বুঝতে শুরু করেছে। এভাবে চললে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে কক্সবাজার থেকে সম্পূর্ণরুপে তামাক চাষ নির্মূল করতে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কৃষি বিভাগ। *তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০*

অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে 'তামাক' বাতিলের দাবী

শেষ পৃষ্ঠার পর........

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল বলেন, সংবিধানে তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এ তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ এবং তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এসব বিবেচনায় কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ তে তামাককে অর্থকরী ফসলের তালিকায় রেখে নতুন আইন প্রণয়ন সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইন ও মহামান্য হাইকোর্টের রায় অবমাননার সামিল। যা সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গতিশীলতাকে বিঘ্ন করবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক অর্জন অব্যহত রাখতে তামাক বিরোধী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কর্মসূচি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানানো হয়;

- অনতিবিলম্বে 'কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮' এর ৩০ ধারা অনুসারে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল সংশোধন করে অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে তামাককে বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ক্ষতিকর পন্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব ও শেয়ার তুলে নেওয়া;
- দ্রুত তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন করা হোক;
- তামাক চাষের জমিতে আলাদা ভুমি কর আরোপ করা;
- খাদ্য উৎপাদযোগ্য জমিতে তামাক চাষ নিষিদ্ধ করার দাবী করা হয়;

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, এইড ফাউন্ডেশন, বিএনটিটিপি, আর্ক ফাউন্ডেশন, বিসিসিপি, বিআরডিএস, বাঁচতে শিখো নারী, কারিতাস বাংলাদেশ, ঢাকা আইডিয়াল ক্যাডেট স্কুল, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, হিমু পরিবহন, আইডাব্লিউবি, কেএইচআরডিএস, নাটাব, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতি, প্রজ্ঞা, প্রত্যাশা, প্রদেশ, সার্প, তাবিনাজ, টিসিআরসি, উদ্যোগ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট সমন্বিতভাবে কর্মসূচি আয়োজন করে।

মুজিববর্ষের সকল অনুষ্ঠানস্থল ধূমপানমুক্ত রাখার দাবী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উদযাপনে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বছরব্যাপী ২৯৮টি কর্মসূচির পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতাত্তোর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্যের শুরু বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। স্বাস্থ্যকে সংবিধানের মূল অধিকারের তালিকায় সংযোজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে গণমূখী স্বাস্থ্যনীতির ধারায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিয়ে গেছেন ভিন্ন এক উচ্চতায়।

সুস্থ সবল জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অগ্রসর করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার প্রতিও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং জনগণকে পরোক্ষ ধূমপান থেকে রক্ষা এবং অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি থেকে জান-মালের সুরক্ষা নিশ্চিতে শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীর সকল অনুষ্ঠানস্থল ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায় তামাক বিরোধী জোট।

মুজিববর্ষে ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে সকল প্রকার তামাকের কর বৃদ্ধি জরুরি

এস এম নাজের হোসাইন

'এমনিতেই বড় আঁধার এখানে/এমনিতেই বড় ধুঁকে ধুঁকে বাঁচি/ধোঁয়ায় ভিষণ চোখ জ্বালা করে/ফুসফুসে বিষ ঢেলোনা।' কথাগুলো ফারজানা ওয়াহিদ সায়ানের 'নিকোটিন' গানের। পৃথিবীর কম ধূমপায়ী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঘানা, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া এবং পানামা। এসব দেশে ধূমপান ও তামাকপণ্য ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধূমপান ও তামাকপণ্য রোধে এইসব দেশের সরকারের কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা পালন। উচ্চহারে কর আরোপ যার অন্যতম কারণ। এসব দেশে যারা ধূমপান করে তাদের অত্যন্ত উচ্চদাম দিয়ে সিগারেট কিংবা তামাকপণ্য সংগ্রহ করতে হয়। ধূমপানে আসক্তি তৈরির আগেই উচ্চদামের কারণে অধিকাংশ মানুষই ধূমপানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মানুষের অনাগ্রহের কারণে তামাকজাত কোম্পানিগুলো গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে নিজেদের ব্যবসা। ফ্রান্সও ধূমপান রোধে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে। এখানেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় তামাকপণ্যে উচ্চহারে কর বৃদ্ধি ও তার যথাযথ প্রয়োগ অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যাহারে সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশগুলো হলো কিরিবাতি, মন্টেনিগ্রো, গ্রিস, পূর্ব তৈমুর ও রাশিয়া। ধূমপান রোধে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর সাথে এসব দেশের পার্থক্য খুঁজলে দেখা যায়, এসব দেশে সিগারেট অত্যন্ত সহজলভ্য এবং খুব কম দামেও পাওয়া যায়। যার ফলস্বরূপ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দ্রুত এসব মরণব্যাধি ধূমপানে আসক্ত হচ্ছে। এতক্ষণ বিভিন্ন দেশের ধূমপান রোধে সফল ও ব্যর্থ দেশগুলোর কথা বলা হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছি আমাদের দেশের নাম কোন দেশগুলোর পাশে বসবে?

হ্যাঁ আপনার অনুমান সঠিক, সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশগুলোর আশপাশে আছে আমাদের দেশ। বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের। গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভে (গ্যাট্স) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (১ কোটি ৯২ লক্ষ) এবং ধোঁয়াবিহীন

তামাক ব্যবহারকারী ২০.৬ শতাংশ (২ কোটি ২০ লক্ষ)। শহরের জনগোষ্ঠির (২৯.৯%) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (৩৭.১%) মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। এসব পরিসংখ্যানের পেছনের বাস্তবতা হলো সিগারেট ও তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা ও কম দাম। ৩৫/৪০ টাকা দিয়ে দেখা যায় একপ্যাকেট সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। বেনসন সিগারেট উন্নত বিশ্বে সংগ্রহ করতে যেখানে খরচ করতে হয় ১৪/১৫ ডলার সেখানে আমাদের দেশে সেটি পাওয়া যায় ২৩৫/২৪০ টাকায়। যা ডলারে ২.৫০ হয়। এমন কম দাম আর সহজলভ্যতা লাগামহীন ভাবে ছুটে গ্রাস করে নিচ্ছে তারুণ্যের জীবনীশক্তি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে এই মরণঘাতী।

গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃতমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। অবশ্য শুধু করারোপ করাটাই একমাত্র সমাধান নয়। প্রতিবছরই দেখা যায় তামাকপণ্যের উপর করারোপ করা হয়ে থাকে কিন্তু এতে শুভংকরের ফাঁকি আছে। যেটুকু করারোপ করা হয়ে থাকে তা কোনভাবেই তামাকপণ্যে নিরুৎসাহিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ প্রতিবছর যেটুকু করারোপ করা হয়ে থাকে এবং করারোপের কারণে কোম্পানি যে দাম নির্ধারণ করে তা সাধারণ মানুষের জন্য সহনশীল মাত্রায় থাকে। প্রতি দুয়েকবছর পর সিগারেটের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা যায় মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পায়। যার কারণে অল্পহারে

দামবৃদ্ধি পেলেও তা সাধারণ মানুষের তামাক আসক্তিতে কোন প্রভাব রাখেনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ। অথচ এসময়ে বেশিরভাগ তামাকপণ্যের দাম হয় অপরিবর্তিত থেকেছে অথবা সামান্য পরিমাণে বেড়েছে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্যনীয় একাধিক মূল্যস্তর থাকার কারণে উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরের সিগারেট দেখিয়ে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। এর কারণে যেমন জনসংখ্যার বিশাল অংশ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে তেমনি সরকারও বঞ্চিত হচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব থেকে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ : এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। একই সময়ে তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয় ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের চেয়ে তামাক ব্যবহারে অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের তথ্যমতে, পৃথিবীতে যেসব দেশে সিগারেটের মূল্য অত্যন্ত কম তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। তাই ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে আমাদের প্রত্যাশা, তাই তামাকপণ্যে কার্যকর ও বর্ধিত হারে করারোপ অত্যন্ত করা হোক। নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তবে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (১.৩ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ১.৯ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছাড়তে উৎসাহিত হবে; সিগারেটের ব্যবহার ১৪% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১২.৫% এবং বিড়ির ব্যবহার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৪% হবে; দীর্ঘমেয়াদে ১মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং ৬ হাজার ৬৮০ কোটি থেকে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। সুপারিশসমূহ হলো -সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টিতে (নিম্ন এবং উচ্চ) আনা। অর্থাৎ নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (প্রিমিয়াম স্তর) নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য নূন্যতম ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নূন্যতম ১২৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ।

বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া। অর্থাৎ ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এবং একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে; সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিটেড (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা; কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর বাস্তবায়নে প্রশাসনকে শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা। সারাবিশ্বের কাছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে একটা দেশ ও জাতির সমস্ত অগ্রযাত্রা ম্লান করে দিতে পারে ছোট্ট কোন ভুল কিংবা অসচেতনতা। নতুন প্রজন্মের সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ আগামী ও নিষ্কটক পৃথিবী রেখে যেতে হলে অন্যান্য উন্নয়নের পাশাপাশি তামাকমুক্ত সুস্থ সুন্দর তারুণ্য গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত নিবেদন, তামাকপণ্যের আধিপত্য রোধে তামাকজাত পণ্যের প্রতি উচ্চহারে করারোপ করা হোক এবং যত্রতত্র তামাকপণ্য বন্ধে বিক্রয়কর্মীদের লাইসেন্স বাধ্যতামুলক করা হোক। নতুন প্রজন্মের আকাশ মুক্তি পাক বিষাক্ত কালো ধোঁয়া থেকে এই কামনায় করি।

লেখক: এস এম নাজের হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। ইমেইল: cabbd.nazer@gmail.com

তামাক চাষের লাভের ক্ষতি

ইব্রাহীম খলিল

পর্তুগিজদের হাত ধরে ১৫০৮ সালের দিকে এ উপমহাদেশে তামাক আসার পর আজ অবধি এর চাষ চলছেই। একইসঙ্গে এর ব্যবসা সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানি সব কালেই সরকারের সহায়তা পেয়েছে । ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নানা সময়ে তামাকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও ঠিক কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ তামাকজনিত রোগের কারণে দেশে মৃত্যুর সারি দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হচ্ছে। একইসঙ্গে সরকারকে ব্যয় করতে হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক চাষ সীমিত হয়ে আসলেও বাংলাদেশে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। ফলে কৃষক থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুরো দেশ।

গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের কাঁচা পাতার সংস্পর্শে থাকা, জমিতে প্রচুর কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে কৃষকরা নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিন টোব্যাকো সিকনেস নামক একধরনের রোগ। এছাড়া তামাক গাছ মাটির পুষ্টি দ্রুত শেষ করে ফেলে। ফলে জমিতে প্রতিবার চাষের আগে অধিক পমিাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। আস্তে আস্তে জমির উর্বরতাও নষ্ট হতে থাকে এবং একসময় ওই জমিতে আর কোন ফসলেরই ভালো ফলন হয় না।

অন্যদিকে তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করতে বিশেষভাবে তৈরী চুল্লি ঘরে ৭২ ঘণ্টা তাপমাত্রা একই পরিমাণে ধরে রাখতে প্রচুর পরিমাণে খড়, ভূষি ও কাঠ পোড়ানো হয়। ফলে একদিকে যেমন বন উজাড় হয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে গবাদী পশুর খাদ্যও নিঃশেষ হচ্ছে। কারণ ধান, গম, ভূট্টা, সরিষা ও নানা ধরনের সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষ হলে গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্যের অভাব হয় না। কিন্তু তামাক গাছ বা পাতার কোন অংশই প্রাণীর খাবার যোগ্য নয়। ফলে এসব এলকায় হাঁস, মুরগি ছাগল এমন গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যাও অনেক কম। যার কারণে এসব এলাকার শিশু থেকে শুরু করে বড়োরাও পর্যাপ্ত দুধ-মাংস-ডিম খেতে না পারায় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

ব্যবসায়িক স্বার্থে তামাক কোম্পানিগুলো দেশে তামাক চাষ কমে আসছে বলে দাবি করলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য ও গণমাধ্যমে আসা বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে তামাকের চাষ কোথাও কিছুটা কমলেও অনেক জায়গাতেই উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। একইসঙ্গে সিলেট, কুষ্টিয়া, রংপুর ও বান্দরবানের মতো জায়গায় নতুন করে তামাক চাষ বাড়ছেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কৃষকরা যে লাভের আশায় তামাক চাষ করছে তাতে তারা কতোটা লাভবান হচ্ছে? একইসঙ্গে তামাক কোম্পানিগুলো যেভাবে কৃষকদের লাভের কথা প্রচার করছে তার বাস্তবতাটাইবা কতোটুকু? একইসঙ্গে তামাক চাষে নানা ধরনের ক্ষতি হলেও মানুষকে কেনো এটা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না?

এসব প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। তবে ক্ষতিকর দিক জেনেও কৃষকদের তামাক চাষ করার আগ্রহের পিছনের প্রধান কারণ কৃষকদের অধিক

আর্থিক স্বচ্ছলতার আকর্ষণ এবং তামাক কোম্পানিগুলোর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা। তবে কৃষকরা লাভের আশায় তাৎক্ষণিক কিছুটা নগদ

আর্থিক সুবিধা পেলেও তারা আসলেই কতোটা সুবিধাভোগী হচ্ছে সেটা প্রশ্ন জাগায়। গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা' (উবিনীগ) তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছে, কৃষক তামাককেই প্রধান ফসল বিবেচনা করায় নগদ অর্থের প্রলোভনে অন্য ফসল চাষের পরিকল্পনা করতে পারে না। ফলে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ অন্যান্য কৃষিকর্মও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

তামাকের জমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করার কারণে তামাকের জমি থেকে নদী, জলাশয়ের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয়। এতে জীব-বৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মানুষের পুষ্টির যোগান বন্ধ হয়ে যায় ফলে শিশুসহ সকলে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অন্যদিকে তামাকের ক্ষেতে অধিক মাত্রায় কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ এবং তামাক চাষ ও বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে তোলার প্রক্রিয়ায় কৃষক, শ্রমিক, নারী ও শিশু নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। একইসঙ্গে তামাক পোড়ানোর সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হওয়ায় শিশুদেরকেও কাজে লাগানো হয়। এ সময় কারা স্কুলে যেতে পারে না, ফলে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। পাশাপাশি অল্প বয়সেই শরীওে বাসা বাঁধে নানা ধরনের রোগ।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫ দশমিক ৭৭ লক্ষ হেক্টর জমি। এর মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ১ লাখ ৪ হাজার ৯১৪ একর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশে তামাকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সবজি চাষ হলেও তামাককেই অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও তামাকের চেয়ে সবজিতে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসলেও কোনো এক অজানা কারণে বাংলাদেশে তামাকেই কর্তাদের আগ্রহ বেশি। যেটা আসলেই ভীষণ উদ্বেগের বিষয়।

চলতি অর্থ বছরে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪৬ কোটি ৬০ লাখ ৫৬ হাজার ৮০ টাকার তামাকজাত পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এর বিপরীতে ১৪৬১ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার ২৮১ টাকার সবজিপণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। যা তামাকের চেয়ে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বেশি। তবে তামাক চাষ ও ব্যবহার নিয়ে অনেক আক্ষেপ থাকলেও দেশকে তামাক মুক্ত করতে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। ফলে তিনি যেহেতু তামাক মুক্ত দেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাই এটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন হবে বলে বিশ্বাস করি।

*লেখক: **ইব্রাহিম খলিল**, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল: ibrahimrumcj@gmail.com*

কৃষি বিপণন আইনের অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে ‘তামাক’ বাতিলের দাবী

স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পরিবেশ সকল ক্ষেত্রেই তামাক উন্নয়নের অন্তরায়। কৃষি বিপনন আইন, ২০১৮ তে তামাক কে অর্থকরী ফসলের তালিকায় রাখা হয়েছে। তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। যা দেশে চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে মনে করেন তামাক বিরোধীরা।

অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে তামাককে বাদ দেওয়ার দাবীতে ১৬ জানুয়ারী ২০২০ ধানমন্ডির আবহানী মাঠের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত অবস্থান কর্মসূচি ও সবজি মিছিলে উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা। কর্মসূচি থেকে তামাক চাষের পরিবর্তে খাদ্য শস্য উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারীর সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, ঢাকা আইডিয়াল ক্যাডেট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এম এ মান্নান মনির, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, এইড ফাউন্ডেশনের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনীক, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতি'র নির্বাহী পরিচালক আতিকা হোসেন, তাবিনাজ এর প্রতিনিধি মো. রাশেদ প্রমূখ।

গাউস পিয়ারী বলেন, কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চাল ও মাছ উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে। আলু উৎপাদনেও বাংলাদেশ রয়েছে শীর্ষ দশ দেশের কাতারে। তামাকের পরিবর্তে জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক এ সকল পণ্যের সম্প্রসারণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিক গুরুত্ব দেওয়া জরুরী।

ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তামাক চাষের জন্য কৃষকদের সরাসির অথবা চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার আওতায় ব্যাংক ঋণ বন্ধ/অর্থায়ন সুবিধা বন্ধে সার্কুলার প্রদাণ করেছে। জনস্বাস্থ্য অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে “তামাকমুক্ত বাংলাদেশ” গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। শীঘ্রই তামাকে অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে বাতিলের দাবী জানাই।

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

কভিড-১৯: ধূমপায়ীদের আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি!

বিড়ি-সিগারেট বা ই-সিগারেট সেবনে অভ্যস্তদের জন্য নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন যে, ধূমপায়ী/তামাক সেবনকারীরা নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যাসহ জটিল ও কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে বিধায় COVID-19 বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং প্রাণহানির ঝুঁকিতে শীর্ষে অবস্থান করছে।

কারণ হিসেবে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, সিগারেট সেবনের হাতের আঙুলগুলো ঠোঁটের সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে হাতে (বা সিগারেটের ফিল্টারে) লেগে থাকা ভাইরাস মুখে চলে যাবার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এছাড়া ধূমপায়ীদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যায় ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি - যা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তদুপরি, ধূমপান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস করে বিধায়, সহজেই ক্ষতিকর ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এমনকি অকালমৃত্যুও হতে থাকে।

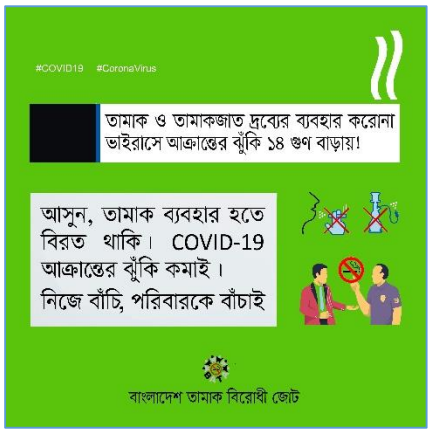

লং আইল্যান্ডে নিউইয়র্ক উইনথ্রপ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক পালমোনলজি বিভাগের প্রধান **মেলোদি পিরজাদা** বলেন, বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে ধূমপান ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। যারা ধূমপান করেন অথবা ভ্যাপর নেন তাদের জন্য করোনাভাইরাস জটিলতা বাড়াতে পারে। এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। যাদের ধূমপান বা ভ্যাপিংয়ের অভ্যাস আছে তাদের পুরো শ্বাসতন্ত্র এবং ফুসফুসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ সব কিছুই বদলে যায়।

চ্যাপেল হিলের ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার কোষ জীববিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যার **অধ্যাপক রবার্ট ট্যারান** বলেন, ধূমপানকে ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি রিস্ক ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়। ধূমপায়ীদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়। এতে শ্বাসতন্ত্রে অতিরিক্ত মিউকাস তৈরি হয়। কিন্তু, ফুসফুস পরিষ্কার হয় না। এছাড়া ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়, রোগ প্রতিরোধী কোষগুলোতে পরিবর্তন আসে। এতে যে প্রভাব পড়ে তাতে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং সংক্রমিত হলে পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

স্যান ফ্রান্সিসকোর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্টার ফর টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের পরিচালক **সান্তোস গ্লানৎজ** বলেন, এখনই ধূমপান ও ভ্যাপিং বন্ধ করতে সচেতনতা দরকার। ধূমপানের ক্ষতির ব্যাপারে সবাই কম বেশি জানি। চীনের গবেষণায় কভিড-১৯ ও ধূমপানের মধ্যকার যে সম্পর্ক জানা গেছে, ঝুঁকি কমাতে গবেষণাটি সবার বিবেচনা করা উচিত।

তথ্যসূত্র: সায়েন্টিফিক আমেরিকান

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক ‘বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭’ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ইমেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd